

১৫ দিন ব্যাপী ফ্রি পরীক্ষা (পরীক্ষা-১)



বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ
ও
প্রাচীন যুগ



১। কোন যুগকে বাংলা সাহিত্যের চৈতন্য যুগ বলা হয়?

- (ক) ১৩০১-১৩৫০
- (খ) ১৩০০-১৫০০
- (গ) ১৭০০-১৮০০
- (ঘ) ১৫০০-১৭০০*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।
- গোপাল হালদার বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগকে তিন পর্বে ভাগ করেছেন যথা:
 - ১. প্রাকচৈতন্য যুগ (১২০০-১৫০০)
 - ২. চৈতন্য যুগ (১৫০০-১৭০০)
 - ৩. নবাবি আমল (১৭০-১৮০০)
- বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ প্রধানত তিনটি। যথা:
 - ১. প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)
 - ২. মধ্যযুগ (১২০০-১৮০০)
 - ৩. আধুনিক যুগ (১৮০০-বর্তমান)

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

২। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায় কোনটি?

- (ক) ১৮০০-১৮৫০
- (খ) ১৮০১-১৮৫০
- (গ) ১৮০১-১৮৬০
- (ঘ) ১৮০০-১৮৬০*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যথা:
 - ১. প্রথম পর্যায় (১৮০০-১৮৬০)
 - ২. দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৬০-বর্তমান)

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

৩। বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ হলো-

- (ক) দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ
- (খ) এয়োদশ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ*
- (গ) দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধ
- (ঘ) এয়োদশ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শুরুতেই ১২০০ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত সময়কে 'অন্ধকার যুগ' নামে অভিহিত করা হয়।
- মুসলমান শাসনের সূত্রপাত দেশে রাজনৈতিক অরাজকতার কারণে এসময় বিশেষ কোন সাহিত্য রচিত হয়নি।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

৪। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ কোথা থেকে আবিষ্কার করা হয়?

- (ক) নেপালের রাজদরবার
- (খ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
- (গ) নেপালের রাজগ্রন্থাগার*
- (ঘ) নেপালের সাহিত্য পরিষদ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন 'চর্যাপদ' ১৯০৭ সালে নেপালের রাজগ্রন্থাগার (রয়্যাল লাইব্রেরি) থেকে আবিষ্কৃত হয়।
- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তৃতীয় বার (১৯০৭) নেপাল সফরকালে চর্যাপদের কতগুলো পদ আবিষ্কার করেন।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

৫। চর্যাপদ রচনার উদ্দেশ্য কী ছিল?

- (ক) সাহিত্য চর্চা
- (খ) নীতি চর্চা
- (গ) ভাষা চর্চা
- (ঘ) ধর্ম চর্চা*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্বকথা চর্যাপদে বিধৃত হয়েছে।
- বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাদের ধর্মীয় রীতিনীতির চর্চার উদ্দেশ্যেই চর্যাপদের গান গুলো রচনা করেন।
- ধর্মীয় রীতিনীতির নিগূঢ় রহস্য রূপায়নের সময় তারা সত্যিকার কবি হয়ে উঠেছিলেন।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

৬। রবীন্দ্রনাথের 'সোনারতরী' কবিতার সাথে চর্যাপদের আট নম্বর পদের মিল খুঁজে পান কে?

- (ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
- (খ) মণীন্দ্রমোহন বসু*
- (গ) প্রবোধচন্দ্র বাগচী
- (ঘ) যোগীন্দ্রমোহন সেন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কাম্বলাস্বরূপা রচিত ৮নং পদকে রবীন্দ্রনাথের সোনারতরী কবিতা রচনার প্রেরণা হিসেবে ধরা হয়।
- পদটি হলো:
সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী।।
বাহতু কামলি গঅন উবেসেঁ।
গেলী জাম বাহড়ই কইসেঁ।।
ঘুণ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদগুরু পুচ্ছি।।
মাঙ্গত চড়হিলে চউদিস চাহঅ।
কেডুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ।।
বাম দাহিন চাপী মিলি মাঙ্গা।
বাচত নিলিল মহাসুহ সাঙ্গা।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

৭। চর্যাপদ কত বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়?

- (ক) ১৩১৬ সালে
- (খ) ১৯০৭ সালে
- (গ) ১৯১৬ সালে
- (ঘ) ১৩২৩ সালে*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মহামেহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে (১৩১৪) বঙ্গাব্দ নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদ উদ্ধার করেন।
- এটি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'হাজার বহুরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

৮। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী?

- (ক) বাংলা সাহিত্যের কথা
- (খ) বুডডিস্ট মিস্টিক সঙ্কলন*
- (গ) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
- (ঘ) বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থ হলো 'বুডডিস্ট মিস্টিক সঙ্কলন'। এতে তিনি চর্যাপদের ২৩ জন কবি ও ৫০টি পদের কথা উল্লেখ করেছেন।
- অপরদিকে 'বাংলা সাহিত্যের কথা' ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ এবং 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ও 'বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ' গ্রন্থের রচয়িতা হলেন যথাক্রমে সুকুমার সেন ও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

৯। এতকাল ইউঁ অচ্ছিলোঁ স্বমোহেঁ।/এবেঁ মই
বুঝিল সদ গুরু বোহেঁ।।- পঙক্তি দুটির রচয়িতা
কে?

- (ক) ভাদেপা*
- (খ) লুইপা
- (গ) শবরপা
- (ঘ) তাড়কপা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উল্লিখিত পঙক্তিদ্বয় ভাদেপা রচিত ৩৫ সংখ্যক পদের অংশবিশেষ।
- পঙক্তিদ্বয়ের অর্থ হলো এতকাল আমি স্বমোহে ছিলাম, এখন সদগুরু বুঝলাম।
- ৩৫ নং পদের মূলকথা হলো ধর্মীয় তত্ত্বকথা।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

১০। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কাকে চর্যাপদের আদিকবি মনে করেন?

- (ক) কাহুপা
- (খ) লুইপা*
- (গ) শবরপা
- (ঘ) ভুসুকুপা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- লুইপা চর্যাপদের প্রথম পদটি রচনা করেন বলে তাকে চর্যাপদের আদিকবি বা প্রাচীন কবি বলা হয়।
- তার রচিত পদের দুটি চরণ হলো- “কাআ তরুরর পাঞ্চ বি ডাল। চঞ্চল চিত্র পৈঠা কাল।” (পদ:১)

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

১১। চর্যাপদ কোন ধর্মালম্বীদের সাহিত্য?

- (ক) সনাতন হিন্দু
- (খ) সহজিয়া হিন্দু
- (গ) সহজিয়া বৌদ্ধ*
- (ঘ) বৈষ্ণব সহজিয়া

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ ছিল তত্ত্ববাদের প্রাণ। এর মাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশ পেলেও এর সাহিত্যিক মূল্য অবশ্যস্বীকার্য।
- সহজিয়াগন ছিলেন বৌদ্ধ সহজয়ান পন্থি। স্বদেহ কেন্দ্রিক সহপন্থীয় সাধনা করত বলে এদের সহজিয়া বলা হয়।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

১২। চর্যাপদের ছন্দে সংস্কৃত কোন ছন্দের প্রভাব বিদ্যমান-

- (ক) পদাকুলক ছন্দ
- (খ) মাত্রাবৃত্ত ছন্দ
- (গ) পজঝাটিকা ছন্দ*
- (ঘ) পয়ার ছন্দ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- চর্যাপদের ছন্দ সম্পর্কে ভিন্ন মত বিদ্যমান।
- অনেকে মনে করেন পদাকুলক ছন্দের সাথে চর্যার ছন্দের মিল আছে কিন্তু এ ছন্দের হ্রাস দীর্ঘ স্বরের মাত্রাগণনার পদ্ধতি চর্যাপদে অনুসৃত হয়নি।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

১৩। চর্যাপদের কোন পদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়?

- (ক) ৩৩নং*
- (খ) ২৯নং
- (গ) ৩৯নং
- (ঘ) ৪৪নং

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- চর্যাপদে যে সব মানুষের উল্লেখ আছে তাদের অধিকাংশই দরিদ্র।
- এখানে কাপালিক, যোগী ডোম্বী, মাঝি, শিকারী, নৌকাবাহী ইত্যাদি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়।
- চর্যার ৩৩নং পদে ঢেঙুগপা দুটি পঙক্তিতে দরিদ্র সমাজের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। পঙক্তিদ্বয় হলো-
“টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।/হাড়ীতে ভাত নাই নিতি আবেশী।।”

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

১৪। চর্যাপদের কোন পদে 'বঙ্গাল দেশ ও বঙ্গালীর কথা' উল্লেখ আছে?

- (ক) ৩৬
- (খ) ৩৩
- (গ) ৪৯*
- (ঘ) ৩৯

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- চর্যাপদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদের রচয়িতা হলেন ভুসুকুপা।
- তিনি তার ৪৯ নং পদে পদ্মা (পঁউআ) খাল, 'বঙ্গাল দেশ ও বঙ্গালীর' কথা উল্লেখ করেন।
- তার পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বাঙালি জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

১৫। 'আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী'- পঙক্তিটির রচয়িতা কে?

- (ক) ঢেগুণপা
- (খ) ভুসুকুপা*
- (গ) কাহপা
- (ঘ) কঙ্কনপা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উল্লিখিত পঙক্তিটি ভুসুকুপা রচিত ৬ নং পদে পাওয়া যায়।
- এটি চর্যাপদে প্রাপ্ত ছয়টি প্রবাদের মধ্যে অন্যতম একটি।
- পঙক্তিটির অর্থ হলো হরিণ তার নিজ মাংসের জন্য সকলের শত্রুতে পরিণত হয়েছে।
- উক্তিটির মাধ্যমে ব্যাধকত্বক হরিণ শিকারের বর্ণনা পাওয়া যায়।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

১৬। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে চর্যার রচনা কাল-

- (ক) ৯০০-১২০০ সাল
- (খ) ৬৫০-১২০০ সাল
- (গ) ৬০০-৯৫০ সাল
- (ঘ) ৯৫০-১২০০ সাল*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- চর্যাপদের সঠিক রচনাকাল সম্পর্কে পন্ডিতেরা মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেনি।
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের রচনাকাল (৬৫০-১২০০) খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়।
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (৯৫০-১২০০) সালের মধ্যবর্তী সময়কে চর্যাপদের রচনাকাল বলে উল্লেখ করেছেন।
- চর্যাপদের আলোচনাকারীগণ এই দুটি প্রধান মতের কোন না কোনটার অনুসারী ছিলেন।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

১৭। প্রবোধচন্দ্র বাগচী কর্তৃক চর্যার তিব্বতি অনুবাদ প্রকাশিত হয় কত সালে?

- (ক) ১৯২৭ সাল
- (খ) ১৯৩৮ সাল*
- (গ) ১৯৩৪ সাল
- (ঘ) ১৯৪৬ সাল

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মুণিদত্তের টীকার তিব্বতি অনুবাদ করেন।
- ১৯৩৮ সালে প্রবোধচন্দ্র বাগচী এটি প্রকাশ করেন।
- অনুবাদটির নাম দেয়া হয়েছিল 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'।
- এতে মনে করা হয় মূল সংকলনটির নাম ছিল 'চর্যাগীতিকোষ'।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

১৮। চর্যাপদের ভাষা বাংলা এটি সর্বপ্রথম কে প্রমাণ করেন?

- (ক) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
- (খ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়*
- (গ) ড. সুকুমার সেন
- (ঘ) বিজয়চন্দ্র মজুমদার

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে ধ্বনিতত্ত্ব ব্যাকরণ ও ছন্দ বিচার করে প্রমাণ করেন যে চর্যাপদের ভাষা বাংলা।
- পরবর্তী ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তার মতামতের সাথে একমত প্রকাশ করেন।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

১৯। চর্যার কোন পদটি খন্ডিত আকারে পাওয়া যায়?

- (ক) ২৩ নং*
- (খ) ২৪ নং
- (গ) ২৫ নং
- (ঘ) ২৬ নং

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভুসুকুপা রচিত চর্যাপদের ২৩নং পদটি খন্ডিত আকারে পাওয়া যায়।
- এতে মোট ১০টি পঙক্তি ছিল। এর মধ্যে ৬টি পঙক্তি পাওয়া গেছে। বাকি ৪টি পাওয়া যায় নি।
- ভুসুকুপা চর্যাপদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদকর্তা। তার পদের সংখ্যা সাড়ে সাতটি (৭.৬)টি।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

২০। নিচের কোন ব্যক্তি চর্যাপদের পদকর্তা ছিলেন না?

- (ক) চাটিল্পা
- (খ) গুন্ডুরীপা
- (গ) তাড়কপা
- (ঘ) কুন্ডুরীপা*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের পদকর্তা ছিলেন ২৩ জন।
- কুসুমার সেন তার 'বাঙ্গালা' সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে ২৪ জন কবির কথা বলেছেন।
- চর্যাপদের পদকর্তাদের নামের শেষের সম্মান সূচক পা/পাদ মুক্ত করা হয়।
- উল্লিখিত কবিদের মধ্যে কুন্ডুরীপা নামে কোন কবির নাম পাওয়া যায়নি।
- চর্যাপদের উল্লেখযোগ্য পদকর্তাগণ হলেন- লুইপা, কাহুপা, ভুসুকুপা, কুকুরীপা, ঢেঙুপা ইত্যাদি।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

